ফণা তুলে প্রহারকারীকে দংশন করে। এখানে রামচন্দ্রের সঙ্গে সর্পের এবং প্রহারকের সঙ্গে রাবণের তুলনা করা হয়েছে। রাবণ সীতাহরণ করেছিলেন বলেই রামচন্দ্র সমুচিত শিক্ষা দিয়ে সীতা উদ্ধার করবেন বলেই লঙ্কাভূমি আক্রমণ করেছেন। এক্ষেত্রে রাবণের কৃতকর্মই এর জন্য দায়ী। **মজালে রাক্ষসকুল, মজিলা আপনি**—লঙ্কার বিপর্যয় রাবণের নিজের কৃতকর্মের কারণে ঘটেছে। রাবণ দৈব-বিড়ম্বনার দোহাই দিচ্ছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। তিনি সীতাহরণ করেছিলেন বলেই রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধারের জন্য লঙ্কা অবরোধ করেছেন। রাবণের কর্মের প্রতিফলেই এই বিপর্যয়। বিবেকবাণীর মতই চিত্রাঙ্গদা রাবণকে তাঁর দুষ্কর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। **প্রবেশিলা**—প্রবেশ করলেন। **সু-কনকাসন**—সুদৃশ্য স্বর্ণসিংহাসন। **রাঘবারি**—রাঘবের শত্রু, রাবণ। **শোকে, অভিমানে**—স্বর্ণলঙ্কার অধিপতি রাবণ দেশের চরম বিপর্যয়ে উদ্বিগ্ন। সেই সঙ্গে স্বজন-পরিজনের বিয়োগ-বেদনায় তিনি কাতর। রামের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে তাঁর পক্ষের বীর সেনানীগণ ঝাঁকে ঝাঁকে নিহত হচ্ছে। এই ভয়ানক যুদ্ধে লঙ্কা বীরশূন্য হতে বসেছে। আত্মজের বিয়োগে রাবণ শোকসন্তপ্ত, অন্যদিকে চিত্রাঙ্গদার তিরস্কারে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে চান। তাই তিনি নিজেই যেতে উদ্বুদ্ধ হন। **ভূষণ**—অলঙ্কার।

দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!"
এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে,
সাজিল কর্বুরবৃন্দ বীরমদে মাতি,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারী হতে (বারিস্রোতঃ সম পরাক্রমে)
দুর্বার) বারণযূথ ; মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজিরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়া
বিভায় পুরিয়া পুরী। পদাতিক-ব্রজ,
কনক-শিরস্ক-শিরে, ভাস্বর-পিধানে
অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম অভেদ্য সমরে,
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে।

অরাবণ, অরাম, বা হবে ভব আজি—পুত্রশোকের আগুন রাবণের হৃদয়ে তুষের আগুনের মত জ্বলছে। তার উপর চিত্রাঙ্গদার সুতীব্র ভর্ৎসনা রাবণকে আরো অভিমানে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে তুলল। তিনি ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে নিজেই যুদ্ধযাত্রার সঙ্কল্প করলেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা তিনি মরনপণ যুদ্ধ করবেন—হয় রামকে তিনি বধ করবেন অথবা নিজেই সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণবলি দেবেন। রামায়ণে রামের উক্তি "অরাবণমরামং জগদ্ দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ"—এ কাব্যে রাবণের মুখ বসানো হয়েছে।

Scanned with CamScanner

নিকষানন্দন—রাবণ। **শূরসিংহ**—সিংহের মত বীর। **দুন্দুভি**—দামামা। **জীমূতমন্দ্রে**—মেঘগর্জনে। **ভৈরব রবে**—ভীষণ শব্দে। **সাজিল**—সজ্জিত হলো। **কর্ব্বুরবৃন্দ**—রাক্ষসবৃন্দ। **বাহিরিল**—নির্গত হলো। **বারী**—হস্তিশালা। **বারণযূথ**—হস্তীসমূহ। **মন্দুরা**—অশ্বশালা। **বাজিরাজী**—অশ্বসমূহ। **বক্রগ্রীব**—বাঁকানো ঘাড়। **মুখস্**—লাগাম। **রড়ে**—দ্রুতবেগে। **রথ স্বর্ণচূড়**— স্বর্ণনির্মিত চূড়াবিশিষ্ট রথ। **বিভায়**—ঔজ্জ্বল্যে। **পদাতিক ব্রজ**—পদাতিক সৈন্যদল। **কনকশিরস্ক**—স্বর্ণনির্মিত শিরস্ত্রাণ। **ভাস্বর**—উজ্জ্বল। **পিধানে**—খাপে, কোষে। **অসিবর**—বৃহৎ তরবারি। **চর্ম**—ঢাল। **সমরে**—যুদ্ধে। **হস্তে শূল, শালবৃক্ষ, অভ্রভেদী,** যথা—যে পদাতিক বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো, তাদের হাতে আকাশভেদী সু-উচ্চ শালবৃক্ষের মত দীর্ঘ শূল অস্ত্র রয়েছে। **আয়সী**—লৌহ ; এখানে—লৌহবর্ম। **আইল কাতারে**—দলে দলে এল। **অশ্বিনীকুমার**—স্বর্গবৈদ্য। বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার সঙ্গে সূর্যের বিবাহ হয়। সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করতে না-পেরে পিতৃগৃহে ফিরে যান। আবার বিশ্বকর্মার আদেশেও তিনি স্বামীর কাছে ফিরে না-গিয়ে ঘোটকীরূপ ধারণ করে উত্তর কুরুবর্ষে ভ্রমণ করতে থাকেন। সূর্য তা জানতে পেরে অশ্বরূপ ধারণ করে সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হন। এর ফলে সূর্যের ঔরসে অশ্বিনীরূপা সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বিনী ও রেবন্ত নামে দুই যমজ পুত্র জন্মায়। এঁরাই অশ্বিনীকুমার নামে খ্যাত দুই বৈদ্য।

আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
বজ্রপাণি ; সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার,
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পরশু,—উঠিল আভা আকাশ-মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।
রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বলী
মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত,
বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড়
অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে
রণবাদ্য, হয়ব্যূহ হ্রেষিল উল্লাসে,
গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে ;
কোদণ্ড-টংকার সহ অসির ঝঞ্জনি
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা-কোলাহলে!
টলিল কনক-লঙ্কা বীরপদভরে;—
গর্জিলা বারীশ রোষে! যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে,
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা, পশিল সে স্থলে
আরাব ; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে।
কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি

ভিন্দিপাল—ক্ষেপণীয় প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র। **নিষাদী**—গজারোহী। **যথা মেঘবরাসনে বজ্রপাণি**—গজারোহী সৈন্যদল ভয়ঙ্কর ক্ষেপণাস্ত্র হাতে নিয়ে গজের পিঠে চেপে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। দেখে মনে হচ্ছে যেন, বজ্রপাণি ইন্দ্র মেঘাসনে বসে আছেন। গজারোহী সৈনিকের সঙ্গে বজ্র হাতে দেবরাজ ইন্দ্র এবং হাতির সঙ্গে মেঘের তুলনা করা হয়েছে। **পরশু**—কুঠার। **বিশ্বনাশী পরশু**—এমন ভয়ঙ্কর কুঠারাস্ত্র যে, তা পৃথিবীকে ধ্বংস করতে সক্ষম। অর্থাৎ ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র কুঠার। এরূপ কুঠার দিয়ে পরশুরাম বিশ্বধ্বংস করেছিলেন। **যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল**—বনে আগুন লেগে গেলে যেমন মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে যায়, এবং তার আভায় চতুর্দিকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তেমনি গজারোহী সৈন্যদলের হাতে কুঠার নামক ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের প্রখর দীপ্তিতে চতুর্দিক ঝলসে উঠল। **রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি**—রাক্ষসপক্ষের পতাকা উত্তোলন করে। **ধ্বজধর**—পতাকাবাহক। **বলী**—বীর। **কেতনবর**—বিশাল পতাকা। **অম্বরে**—আকাশে। **বিস্তারিয়া**—বিস্তার করে, ছড়িয়ে দিয়ে। **বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড় আকাশে**—রাক্ষসপক্ষের ধ্বজাবাহক বিশাল পতাকা তুলে ধরল। তা দেখে মনে হলো, যেন গরুড় তার সুবিশাল দুই ডানা মেলে আকাশের বুকে শূন্যমার্গে উড়ে যাচ্ছে। **রণবাদ্য**—যুদ্ধভেরী। **হয়ব্যূহ**—অশ্বশ্রেণী। **হ্রেষিল**—হ্রেষাধ্বনি করল। **গরজিল**—গর্জন করল। **শঙ্খ নাদিল ভৈরবে**—শঙ্খবাদকগণ ভীম গর্জনে শঙ্খধ্বনি করতে লাগল। **কোদণ্ড**—ধনুক। **টঙ্কার**—ধনুকের জ্যা টেনে ছেড়ে দিলে যে শব্দ হয় (টং-ধ্বনি)। **রোধিল**—রোধ করল। **শ্রবণ পথ**—কান। **রোধিল শ্রবণ-পথ-মহা-কোলাহলে**—রথ-অশ্ব-গজ-পদাতিক সৈন্যদল এবং যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট, অন্যান্য লোকজন যুদ্ধ-প্রস্তুতিকালে এমন কোলাহল শুরু করল যে, কর্ণ বধির হওয়ার উপক্রম হলো।

টলিল— কেঁপে উঠল। **টলিল লঙ্কা বীরপদভরে**—লঙ্কাধিপতি রাবণ স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা—সেই মরণপণ সংগ্রামে—রাম অথবা রাবণ—যে-কোন একজন জীবিত থাকবেন। রাবণের আদেশে রাক্ষসসৈন্যদল পরমোৎসাহে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকল। সৈনিকগণ এত বীর যে, তাদের পায়ের চাপে স্বর্ণলঙ্কার মাটি কাঁপতে লাগল। **বারীশ**—সাগরের অধিপতি বরুণদেব। **কনক-পঙ্কজবনে**—"যে স্থলে স্বর্ণকান্তি পদ্ম শোভা পাইতেছে', সমুদ্রমধ্যে পুষ্পাকৃতি, স্বর্ণকান্তি নানাবিধ দ্রব্য থাকে, তাহাই যেন পঙ্কজ-বন। মধুসূদনের এই কবিকল্পনায় পাশ্চাত্য কবির প্রভাব বিশেষরূপে সুস্পষ্ট।" **বারুণী**—বরুণ-পত্নী, বরুণানী। মধুসূদন বরুণানীর পরিবর্তে বারুণী ব্যবহার করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—"The name is বরুণানী but I have turned out one syllable, To my ears this word is not half so musical as বারুণী, and I don't know why should I bother myself about sanskrit rule." । **পশিল**—প্রবেশ করিল। **আরাব**—শব্দ, ধ্বনি। **যথা জলতলে ইত্যাদি**—" বারুণী মুরলা প্রসঙ্গ; বারুণী কর্তৃক মুরলাকে লক্ষ্মীদেবীর নিকট দূতীরূপে প্রেরণ ; প্রমোদকাননে মেঘনাদের অবস্থিতি এবং মেঘনাদকে লঙ্কাসমরের সংবাদদানার্থ ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মীদেবীর তথায় গমন ; এই ঘটনাগুলি রামায়ণ-বহির্ভূত। বিভিন্ন পাশ্চাত্য কাব্য হইতে এই ঘটনাগুলি মধুসূদন সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কাব্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এখানে মুরলা নামটি সম্ভবত তিনি ভবভূতির উত্তররামচরিত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। মুরলা নাম্নী সীতার সখী নদীদেবতার কল্পনা করা হইয়াছে। মুরলা বারুণীর প্রশ্নের উত্তরে 'কলকলনাদে' উত্তর করিলেন—ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে, এখানেও মুরলা নদীদেবতা রূপেই

Scanned with CamScanner

কল্পিত হইয়াছেন। কবি রচিত তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যেও আছে ঃ "আইলেন দেবী তমসা, সহ মুরলা বিমল সলিলা, বৈদেহীর সখী দোঁহে"। কিন্তু বারুণী-মুরলা সংবাদটি কল্পিত হইয়াছে মিল্টনের ' কোমাস' কাব্যে বর্ণিত 'সেবার্ণ' নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 'সাব্রিনা' এবং তাঁহার সখী লীজিয়ার কথোপকথোনের ছায়ায়।" **বিধুমুখী**— চন্দ্রমুখী। সম্ভাষি—সম্ভাষণ করে।

মধুস্বরে;—"কি কারণে, কহ, লো স্বজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা?
দেখ, থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচুড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট বায়ুকুল
যুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিলা দেখা।
ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে! কেমনে ভুলিলা
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে
বায়ুপতি? দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে
সাধিনু সেদিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে
বায়ু-বৃন্দে ; কারাগারে রোধিতে সবারে।
হাসিয়া কহিলা দেব,—'অনুমতি দেহ,
জলেশ্বরি, তরঙ্গিণী বিমলসলিলা
আছে যত ভবতলে কিঙ্করী তোমারি,
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত,—
তা হলে পালিব আজ্ঞা';—তখনি, স্বজনি,
সায় তাহে দিনু আমি। তবে কেন আজি,
আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা?"
উত্তর করিলা সখী কল কল রবে,—
"বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষি,
তুমি। এ ত ঝড় নহে ; কিন্তু ঝড়াকারে
সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে,
লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব রণে।"
কহিলা বারুণী পুনঃ,—"সত্য, লো স্বজনি,
বৈদেহীর হেতু রাম-রাবণে বিগ্রহ।
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী মম প্রিয়তমা
সখী। যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা।

মৃদুস্বরে—নিম্নকণ্ঠে। **স্বজনি**—সখী (সম্বোধনে ই-কারান্ত। অর্ধতৎসম রূপ—সজনী। —'সজনি কি কহব দৈব বিপাক।') **জলেশ পাখী**—পাশ অস্ত্রধারী জলাধিপতি বরুণ। গ্রীক পুরাণের Nereus। **বায়ুপতি**—বায়ুদলের অধিপতি পবনদেব। গ্রীক পুরাণের Aeolus। **সাধিনু সেদিন আমি**—"এই ইঙ্গিতে বুঝিতে হইবে যে, রামের সেতুবন্ধনে ক্ষতি না হয়, এই উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রের সভায় বারুণীর অনুরোধে পবনদেব (প্রভঞ্জন) তাঁহার আজ্ঞাবহ বায়ুবৃন্দকে কারারুদ্ধ করিয়া

Scanned with CamScanner

রাখিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।" কবি এখানে সু-কৌশলে রামায়ণ কাহিনীর সঙ্গে গ্রীক পুরাণের কাহিনীর সমন্বয় সাধন করেছেন। **জলেশ্বরি**—বরুণ পত্নী (সম্বোধনে ই-কারান্ত)।

তাহলে পালিব আজ্ঞা—বায়ুদেব পৃথিবীর স্বচ্ছসলিলা নদীসমূহে যদি বিহারের অনুমতি পান, তাহলে বায়ুপতির আজ্ঞায় তাঁর অধীনে যত বায়ু আছে, তারা সমুদ্রে আর কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনকালে বারুণীর অনুরোধে বায়ুপতি পবনদেব এরূপ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। **সায় তাহে দিনু আমি**—পবনদেবের এই শর্তে বারুণী সায় দিয়েছিলেন। **আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা**—বারুণীর অনুরোধে পবনদেব তাঁর অধীন বায়ুবৃন্দকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন, যাতে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে বিঘ্ন না-ঘটায়। কিন্তু সহসা সমুদ্র অস্থির হয়ে তরঙ্গমালা আন্দোলিত করায় জলতলে বারুণীর শান্তির বিঘ্ন ঘটায়। তাতে বিরক্ত হয়ে বারুণী একথা বললেন।

জলেশ্বরি—বারুণী, বরুণপত্নী, **গঞ্জ**—গঞ্জনা দাও। **প্রভঞ্জনে**—পবনদেবকে। **বারীন্দ্রমহিষী**—বারুণী। **ঝড়াকারে**—প্রবল ঝড়ের মত ভীষণ আকারে। **লাঘবিতে**—লাঘব করতে। **লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব রণে**—যুদ্ধে রামচন্দ্রের বীরত্বের অহঙ্কার চূর্ণ করতে। **রাঘব**—রামচন্দ্র (রঘুর অপত্য-অর্থে)। **বৈদেহী**—সীতা। মিথিলার অন্য নাম বৈদেহ। বৈদেহর রাজকন্যা বলে সীতার আর এক নাম বৈদেহী। **বৈদেহীর হেতু রাম-রাবণে নিগ্রহ**—রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। পত্নীকে উদ্ধারের জন্যই রামচন্দ্র বানরসৈন্যদলকে সঙ্গে নিয়ে লঙ্কা অবরোধ করেছেন। ফলে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে। সুতরাং রাম-রাবণের এই সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন সীতা। এখানে কবি লঙ্কাযুদ্ধের পশ্চাদ্‌পটটির ইঙ্গিত দিয়ে মেঘনাদবধের যৌক্তিকতা এবং বর্তমান কাব্যকাহিনীর বিস্তৃতির ইঙ্গিত দিয়েছেন। **বিগ্রহ**—যুদ্ধ। **সদনে**—গৃহে। **লালসা**—ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা। **রণের বারতা**—যুদ্ধের খবর।

এই স্বর্ণ কমলটি দিও কমলারে।
কহিও, যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি
রাখিতেন শশিমুখী বসি পদ্মাসনে,
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃহে।"
উঠিলা মুরলা সখী, বারুণী-আদেশে,
জলতল ত্যজি যথা উঠয়ে চটুলা
সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা-
বিভ্রম বিভাবসুরে। উতরিলা দূতী
যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে,
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা
লঙ্কাপুরে। ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
জুড়াইলা আঁখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে
যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে।
বহিছে বাসন্তানিল—চির অনুচর—
দেবীর কমলপদপরিমল-আশে
সুস্বনে। কুসুম-রাশি শোভিছে চৌদিকে,

Scanned with CamScanner

ধনদের হৈমাগারে রত্নরাজী যথা।
শত স্বর্ণ-ধূপদানে পুড়িছে অগুরু,
গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউলে।
স্বর্ণ পাত্রে সারি সারি উপহার নানা,
বিবিধ-উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী
দীপিছে, সুরভি তৈলে পূর্ণ—হীনতেজাঃ,
খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা পূর্ণ-শশী-তেজে!

কমলা—লক্ষ্মীদেবী। যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি—পুরাণে কথিত আছে যে, দুর্বাশার অভিশাপে লক্ষ্মীদেবী কিছুকাল সমুদ্রগর্ভে বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কবি কল্পনা করেছেন যে, সমুদ্রের তলদেশে যেখানে তিনি তাঁর চরণকমল স্থাপন করেছিলেন, তাঁর সমুদ্রগৃহ পরিত্যাগের পর সেখানে স্বর্ণপদ্মবনের সৃষ্টি হয়েছে। **সেখানে ফোটে এ ফুল**—লক্ষ্মীদেবীর পাদস্পর্শে দেবী এখন রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী রূপে স্বর্ণলঙ্কায় অধিষ্ঠান করছেন। কেননা, সম্পদ ও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেই তাঁর অবস্থান। দুর্বাশার শাপে লক্ষ্মীদেবী যখন কিছুকাল সমুদ্রের তলদেশে বসবাস করতে বাধ্য হন, তখন বারুণীদেবীর সঙ্গে তাঁর গভীর সখ্যতা গড়ে ওঠে। আঁধার জলধিগৃহ—লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্ধানের পর সমুদ্রগৃহ তাঁর অভাবে বিষাদের অন্ধকারে ঢেকে আছে। **গিয়াছেন গৃহে**—শাপমুক্তির পর লক্ষ্মীদেবী নিজগৃহ বৈকুণ্ঠধামে ফিরে গেছেন। সমুদ্রমন্থন কালে লক্ষ্মীদেবী সাগরগর্ভ থেকে উত্থিত হয়ে বৈকুণ্ঠধামে ফিরে যান। শ্রী ও সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষীদেবীর অন্তর্ধানে তাই সমুদ্রতলদেশ শ্রীহীন, বিষণ্ণ, মলিন রূপ ধারণ করেছে।

লক্ষ্মীদেবী—"ঋক্‌বেদে শ্রী ও ঐশ্বর্যের দেবী অর্থে লক্ষ্মীর নাম পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় লক্ষ্মী ও শ্রী আদিত্যের দুই স্ত্রী হিসাবে দেখা যায়। শত পথব্রাহ্মণে প্রজাপতি হতে শ্রী সম্ভূত বলে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী যুগে লক্ষ্মী ও শ্রী ঐশ্বর্যের দেবী, বিষ্ণুর স্ত্রী এবং কামের মাতা রূপে খ্যাত। রামায়ণ অনুসারে লক্ষ্মী পদ্মহস্তে সমুদ্র হতে উত্থিত হন, যখন দেবতা ও অসুরে সমুদ্র মন্থন করছিল।

পুরাণের মতানুসারে মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে ও তাঁহার স্ত্রী দক্ষকন্যা খ্যাতির গর্ভে লক্ষ্মীর জন্ম হয়। ইনি নারায়ণের স্ত্রীরূপে অঙ্কশায়িনী হন। দুর্বাশার অভিশাপে ইন্দ্র ত্রিভুবন জয় থেকে বঞ্চিত এবং শ্রীহীন হলে সর্বসৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী সমুদ্রে প্রবেশ করেন। তারপর সমুদ্রমন্থনের সময়ে ঘৃত থেকে লক্ষ্মী উত্থিত হয়ে দেবগণের কাছে যান। এই লক্ষ্মীকে লাভ করার জন্যে দানবরা দেবতাদের সঙ্গে কলহে মত্ত হয়ে ওঠে ; কিন্তু বিষ্ণু মায়াবিস্তার করে আপন স্ত্রীকে গ্রহণ করেন। লক্ষ্মী সর্বসম্পদে সফলা, সকল শ্রী ও ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী।" (পৌঃ অঃ)।

চটুলা—চঞ্চলা। **সফরী**—পুঁটি মাছ। **বিভাবসু**—সূর্য। **ধনী**—সুন্দরী নারী। **দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা-বিভ্রম বিভাবসুরে**—সুন্দরী মুরলা তাঁর রৌপ্যের মত শুভ্র ও উজ্জ্বল রূপের ছটা সূর্যদেবকে দেখানোর জন্য। কবি 'রজত' অর্থে 'রজঃ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তুলনীয়—'উৎস রজঃছটা'। **উতরিলা**—উত্তরণ করলেন, পৌঁছোলেন। **কমলালয়ে**—লক্ষ্মীর বাসস্থানে। **কমলময়ী**—লক্ষ্মীদেবী। **কেশববাসনা**—বিষ্ণুপ্রিয়া। **যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে**—লক্ষ্মীদেবীর যে রূপ-সৌন্দর্য বিষ্ণুকে মুগ্ধ করে। **বাসন্তানিল**—বসন্ত-বাতাস। **চির-অনুচর** সৌন্দর্য ও মাধুর্যময়ী লক্ষ্মীদেবী যেখানে অবস্থান করেন, বসন্ত বাতাস সেখানেই প্রবাহিত হতে থাকে। **সুস্বনে**—সুমধুর ধ্বনিতে। **দেবীর কমলপদপরিমল আশে সুস্বনে**—

Scanned with CamScanner

দেবীর পাদপদ্মের সুরভিলাভের আশায় বসন্ত বাতাস লক্ষ্মীদেবীর স্থিতি-স্থানে চির অনুচরের মত নিয়ত প্রবাহিত হতে থাকে। 'পরিমল' শব্দের অর্থ—সুগন্ধ। এক্ষেত্রে সুবাস। **খদ্যোতিকা দ্যোতি**—জোনাকির আলো। **হীনতেজাঃ খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা পূর্ণ-শশী-তেজে**—পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় যেমন জোনাকীর আলো ম্লান হয়ে যায়, তেমনি লক্ষ্মীদেবীর রূপের প্রভায় প্রদীপের আলো ম্লান হয়ে গেছে। **পূর্ণ-শশী-তেজে**— পূর্ণচন্দ্রের আলোতে।

ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে-উমা চন্দ্রাননা।
করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা
তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল-আসনে;—
পশে কি গো শোক হেন কুসুম হৃদয়ে?
প্রবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরী
মুরলা, প্রবেশি দূতী, রমার চরণে
প্রণমিলা, নতভাবে। আশীষি ইন্দিরা—
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী—কহিতে লাগিলা,—
"কি কারণে হেথা আজি, কহ লো মুরলে,
গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী,
প্রিয়তমা সখী মম? সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে?
রমার আশার বাস হরির উরসে;—
হেন হরি হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা,
সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধগুণে!
ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম
বারীন্দ্রাণী?" উত্তরিলা মুরলা রূপসী,—
"নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী।
বৈদেহীর হেতু রাম-রাবণে বিগ্রহে ;
শুনিতে লালসা তাঁর রণের বারতা।
এই যে পদ্মটী, সতি, ফুটেছিল সুখে

ইন্দু-বন্দনা-চন্দ্রমুখী। **ইন্দিরা**—লক্ষ্মীদেবী। **প্রভাতয়ে**—প্রভাত হয়। **গৌড়গৃহে**—বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে। **বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে**—বিজয়া-দশমীর দিন উমা বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে সকলের মনে বিষাদের ছায়া বিস্তার করে কৈলাসে ফিরে যান। তাই বিজয়া দশমীর সকালে সূর্যোদয় হয় বিষাদের মধ্যে। **বিন্যাসিয়া**—বিন্যস্ত করে, স্থাপন করে। **কপোল**—গণ্ডস্থল, গাল। **তেজস্বিনী**—রূপ ও সৌন্দর্যে দীপ্তিময়ী। **করতলে বিন্যাসিয়া কপোল**—হাতের পাতার উপর গাল চেপে ধরে। বিষণ্ণতার স্থির মূর্তি। **কমল আসনে**—

Scanned with CamScanner

পদ্মাসনে। পশে কিগো শোক হেন কুসুম হৃদয়ে—লক্ষ্মীদেবী করতলে গণ্ডস্থল স্থাপন করেন বিষাদক্লিষ্ট মুখে বসে আছেন। তাঁর কুসুম-কোমল হৃদয়কে কি এই শোক স্পর্শ করতে পারে?

প্রবেশিলা—প্রবেশ করলেন। মন্দগতি—ধীরে ধীরে। প্রণমিলা—প্রণাম করলেন। নতভাবে—বিনম্রভাবে। রমা—লক্ষ্মী। আশীষি—আশীর্বাদ করে। গতি তব—তোমার গতি, তোমার আগমন। জলদলেশ্বরী—বারুণী দেবী। রমার আশার বাস হরির উরসে—লক্ষ্মীর আকাঙ্ক্ষিত আশ্রয় হলো নারায়ণের বক্ষস্থল। বারুণীর স্নেহৌষধগুণে—নারায়ণের বক্ষস্থল রমার পরম আকাঙ্ক্ষিত আশ্রয়। কিন্তু দুর্বাশার অভিশাপে লক্ষ্মীদেবীকে কিছুকাল সমুদ্রতলে বাস করতে হয়েছিল। ফলে বিষ্ণুর বিরহবেদনা রমাকে ভোগ করতে হয়েছিল। তবে বারুণীর প্রীতিস্নেহরূপ ওষুধের গুণে তাঁর সেই বেদনাও অনেক সহনীয় হয়েছিল। বারীন্দ্রাণী—বারুণী। লালসা—আকাঙ্ক্ষা। বারতা—বার্তা, সংবাদ। তেঁই—সে হেতু। এরে—একে। পাশি-প্রণয়িণী—পাশ-অস্ত্রধারী বরুণ-দেবতার পত্নী। বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি—লক্ষ্মীদেবী রক্ষকুলের রাজলক্ষ্মী। ঐশ্বর্য, সম্পদের বলে রাবণ লক্ষ্মীদেবীকে তাঁর রাজগৃহে অচলা করে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই রাবণ এখন পাপাচারে মত্ত হয়ে অন্যায়ভাবে কুলবধূ সীতাকে হরণ করে লঙ্কাভূমির অশোককাননে আবদ্ধ করে রেখেছেন। সীতাকে উদ্ধারের জন্যই রামচন্দ্রের সসৈন্যে লঙ্কা অবরোধ—তার ফলে স্বর্ণলঙ্কার বিপর্যয়ের সূচনা। এহেন পাপ পুরীতে রাজকুললক্ষ্মীর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত। এ রাজপুরী তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। তাই লক্ষ্মী বিষাদগ্রস্ত। **দিন দিন হীন-বীর্য রাবণ দুর্মতি**—অতুল ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তির অধিকারী স্বর্ণলঙ্কাধিপতি রাবণ অতি দম্ভ ও ক্ষমতার মোহে পাপাচার ও দুষ্কর্মে ব্রতী হয়েছেন। কুলবধূ সীতাকে অপহরণ ও অশোককাননে বন্দী করে তিনি অন্যায় ও অধর্মের কাজ করেছেন। তার প্রতিক্রিয়াতেই সসৈন্যে রামচন্দ্রের লঙ্কা অবরোধ, তুমুল যুদ্ধ এবং লঙ্কার ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এই যুদ্ধে রাবণ নিজপক্ষের যোদ্ধা ও স্বজনদের হারাচ্ছেন। এইভাবে তিনি ক্রমশ দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ছেন। রাবণ তাঁর দুষ্কর্মের প্রতিফলনস্বরূপ ক্রমে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছেন। **যাদঃপতি**—সমুদ্র (যাদস্ = জলজপ্রাণী + পতি)। **রোধঃ**—তীর, কূল। **চলোর্মি**— বেগবান তরঙ্গ। **যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে**—উত্তাল বেগবান তরঙ্গের আঘাতে যেমন সমুদ্রের তট ক্ষয় পেতে থাকে, তেমনি রাবণ ক্রমে শক্তিহীন হয়ে পড়ছেন। **চমকিবে**—চমকিত হবে, চমকে যাবে। **বলী**—বীর। **কুম্ভকর্ণ**—রাবণের মধ্যম ভ্রাতা।

যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা দুখানি
তেঁই পাশি-প্রণয়িণী প্রেরিয়াছে এরে।”
৫৩০। বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা,
বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না,—“হায় লো স্বজনি,
দিন দিন হীন-বীর্য রাবণ দুর্মতি,
যাদঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে!
শুনি চমকিবে তুমি। কুম্ভকর্ণ বলী
ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা
ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রথী।
আর যত রক্ষঃ আমি বর্ণিতে অক্ষম।

Scanned with CamScanner

মরিয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি।
ওই যে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিছ, মুরলে,
অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্রশোকে
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী।
বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবা নিশি
প্রমদা-কুল-রোদন! প্রতি গৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী!”
সুধিলা মুরলা,—“কহ শুনি, মহাদেবি,
কোন্ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে
বীরদর্পে?” উত্তরিলা মাধব-রমণী,—
“না জানি কে সাজে আজি। চল, লো মুরলে,
বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে।’
এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ,
রক্ষঃকুল-বালা-রূপে, বাহিরিলা দোঁহে

অকম্পন—“রাবণের সেনাপতি ও মাতুল। পিতা সুমালী ও মাতা কেতুমালী। দণ্ডকারণ্যে রামচন্দ্রের হাতে খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও ১৪ হাজার রাক্ষস নিহত হলে অকম্পন রাবণকে এই দুঃসংবাদ দেন। এই সংবাদ পেয়ে রাবণ অত্যন্ত রাগান্বিত হলে অকম্পন রাবণকে বলেন যে, কোন দেবাসুরের এমন শক্তি নাই যে, তারা রামকে যুদ্ধে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। রামকে মোহগ্রস্ত করে সীতাকে হরণ করার প্ররোচনা ইনি দেন। রাম-রাবণের যুদ্ধে অকম্পন হনুমান-নিক্ষিপ্ত বৃহৎ বৃক্ষের আঘাতে নিহত হন। এঁর ভগিনী কুম্ভীনসী ও রাবণ-জননী কৈকসী বা নিকষা। ধূম্রাক্ষ ও প্রহস্য এঁর ভ্রাতা।” (পৌঃ অঃ)।

অতিকায়—“রাবণের অন্যতম পুত্র। এঁর বিশাল দেহ ছিল বলে ইনি অতিকায় নামে অভিহিত হন। ইনি অস্ত্র ব্যবহারে এবং হস্তী ও অশ্ব চালনায় সুদক্ষ ছিলেন। যুদ্ধে একসময়ে ইনি ইন্দ্রের বজ্রকে স্তম্ভিত ও বরুণের পাশকে প্রতিহত করেন। ব্রহ্মার বরে দেবতা ও অসুররা একে বধ করতে পারতেন না। রাম-রাবণের যুদ্ধে রাক্ষসকুল ধ্বংস হওয়ায় ইনি যুদ্ধে নিহত হন।” (পৌঃ অঃ)

বর্ণিতে—বর্ণনা করতে। **বিকলা**—শোকে কাতরা। **চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী**—রাবণের দুষ্কর্মের ফলে লঙ্কাপুরী এখন পাপে পূর্ণ। শ্রী ও সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মীর পক্ষে এখানে বাস করা সম্ভব নয়। তিনি এই পাপপুরী ত্যাগের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। **প্রমদা-কুল-রোদন**—রামের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে প্রতিদিন স্বর্ণলঙ্কার অজস্র বীরপুত্র নিহত হচ্ছে। তাদের জননী-জায়া-ভগ্নীদের আর্তশোকের কান্নায় এ পুরী প্লাবিত হচ্ছে। এই কান্নার রোল লক্ষ্মীদেবী আর সহ্য করতে পারছেন না। **প্রমদা**—রমণী। **যুঝিতে**—যুদ্ধ করতে। **মাধব**—বিষ্ণু। **মাধব-রমণী**—লক্ষ্মী। **বাহিরিয়া**—বের হয়ে। **সমরে**—যুদ্ধে। **রক্ষঃকুল-বালা-রূপে**—রক্ষকুল রমণীর বেশ ধারণ করে। **দোঁহে**—দুজনে।

দুকূল-বসনা। রুণু রুণু মধুবোলে
বাজিল কিঙ্কিণী; করে শোভিল কঙ্কণ,

Scanned with CamScanner

নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে।
দেউল দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা,
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে,
সাগর-তরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে
দ্রুতগামী। ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে
চক্রনেমি। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে।
অধীরিয়া বসুধারে পদভরে, চলে
দন্তী, আস্ফালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা
কালদণ্ড। বাজে বাদ্য গম্ভীর নিক্বণে।
রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত
তেজস্কর। দুই পাশে, হৈম-নিকেতন-
বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহিনী
লঙ্কাবধূ বরিষয়ে কুসুম-আসার
করিয়া মঙ্গলধ্বনি। কহিলা মুরলা,
চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে,—
"ত্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে
আজি! মনে হয় যেন, বাসব আপনি,
স্বরীশ্বর, সুর-বল-দল সঙ্গে করি,
প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে। কহ, কৃপাময়ি,
কৃপা করি কহ, শুনি, কোন্ কোন্ রথী
রণ-হেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে?"
কহিলা কমলা সতী কমলনয়না,—
"হায়, সখি, বীরশূন্য স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী!

দুকূল-বসনা—পট্টবস্ত্র পরিহিতা। **দুকূল**—পট্টবস্ত্র, রেশমী কাপড়। **কিঙ্কিণী**—নুপূর, ঘুঙুর। **কাঞ্চী**—মেখলা, কটিভূষণ। **কৃশ কটিদেশ**—সরু কোমর। **দেউল**—মন্দির (দেবালয়)। **দোঁহে**—দুজনে। **সাগরতরঙ্গে যথা পবন তাড়নে দ্রুতগামী**—বাতাসের তাড়নায় সাগরের ঢেউ যেমন আরো তীব্র গতিবেগসম্পন্ন হয়। **ঘর্ঘরে**—ঘর্ঘর শব্দ করে। **চক্রনেমি**—চাকার বেড়। **ঘোর ঝড়াকারে**—প্রবল ঝড়ের মত তীব্র গতিবেগে অশ্বারোহী-বাহিনী ছুটে চলেছে। **অধীরিয়া**—অধীর করে, আলোড়িত করে, কাঁপিয়ে। **দন্তী**—হস্তী। **আস্ফালিয়া**—আস্ফালন করে। **ধায়**—ছুটেযায়। **কেতু**—ধ্বজা, নিশান। **তেজস্কর**—দীপ্তিশালী। **ভুবনমোহিনী লঙ্কাবধূ**—লঙ্কাপুরীর ভুবন-ভোলানো সৌন্দর্যশালিনী রমণীবৃন্দ। স্বর্ণলঙ্কা ঐশ্বর্য ও সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানকার রমণীগণও অসামান্যা রূপবতী। **কুসুম-আসার**—পুষ্পবৃষ্টি। **ত্রিদিব-বিভব**—স্বর্গের ঐশ্বর্য । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিন দেবতার আবাসস্থল বলে স্বর্গের অন্য নাম ত্রিদিব। **বাসব**—ইন্দ্র। **স্বরীশ্বর**—স্বর্গের অধিপতি, ইন্দ্র। **প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে**—রাবণের রাক্ষসসৈন্যদলের প্রস্তুতি দেখে মনে হচ্ছে যেন স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র দেবসৈন্যদের নিয়ে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করেছেন। **রণ-হেতু**— যুদ্ধের জন্য। **কমলা**—লক্ষ্মীদেবী। **কমলনয়না**—পদ্মের মত

Scanned with CamScanner

আয়ত ও সুন্দর চোখ যার। **বীরশূন্য স্বর্ণ লঙ্কাপুরী**—রামের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে স্বর্ণলঙ্কার বড় বড় বীর নিহত হয়েছেন। ফলে লঙ্কা বীরশূন্য হতে বসেছে।

মহারথিকুল-ইন্দ্র আছিল যাহারা,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জয়
রণে! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি!
ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চূড়-রথে,
ভীমমূর্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃ-দল-পতি,
প্রক্ষেবড়নধারী বীর, দুর্বার সমরে।
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে
রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি!
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা
মুরারি! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ
প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম
কঠিন! অন্যান্য যত, কত আর কব?
শত শত হেন যোধ হত এ সমরে,
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।"
সুধিলা মুরলা দূতি,—"কহ, দেবীশ্বরি,
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে—রক্ষঃ-কুল-হর্যক্ষ বিগ্রহে?
হত কি সে বলী, সতি, এ কাল-সমরে?"
উত্তর করিলা রমা সুচারুহাসিনী,—
"প্রমোদ-উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে,
যুবরাজ, নাহি জানে হত আজি রণে
বীরবাহু; যাও তুমি বারুণীর পাশে,

মহারথিকুল-ইন্দ্র—যত বীরশ্রেষ্ঠ। **ক্ষয় এ দুর্জয় রণে**—কুম্ভকর্ণ, বীরবাহু প্রমুখ যেসব বীরশ্রেষ্ঠ স্বর্ণলঙ্কায় ছিলেন, তাঁরা সকলেই যুদ্ধে হত হয়েছেন। **শুভক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি**—শুভমুহূর্তে রামচন্দ্র ধনুর্বিদ্যায় দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর শৌর্যে লঙ্কাপুরীর এই বীরবৃন্দ নিহত হয়েছেন। লক্ষ্মীদেবী রক্ষকুললক্ষ্মী রূপে স্বর্ণলঙ্কায় অধিষ্ঠিতা ছিলেন। কিন্তু রাবণের দুষ্কর্ম ও পাপাচারে লঙ্কার বাসভূমিতে তাঁর পক্ষে আর থাকা সম্ভব নয়। রামচন্দ্রের বীরবৃন্দ বধকে তিনি প্রশংসার চোখে দেখছেন। **স্বর্ণ-চূড়-রথে**—স্বর্ণচূড়া সমন্বিত রথ। **বিরূপাক্ষ**—"রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ রাবণের অন্যতম অনুচর। হনুমান লঙ্কার অশোকবন নষ্ট করলে রাবণ তাকে পরাজিত করার জন্য বিরূপাক্ষকে প্রেরণ করেন। কিন্তু হনুমানের হাতে সে নিহত হয়।" (পৌঃ অঃ) মধুসূদন লঙ্কার যুদ্ধপ্রস্তুতি বর্ণনা করতে গিয়ে 'বিরূপাক্ষ' নামটি গ্রহণ করেছেন; ইনি সুদক্ষ

Scanned with CamScanner

বীর সেনাপতি—'দুর্বার সমরে'। প্রক্ষেবড়ন—নারাচ বা লৌহময় বাণ।

কালনেমি—"রাবণের মাতুল। শক্তিশেলে হতচেতন লক্ষ্মণকে পুনরুজ্জীবন দান করার জন্য হনুমান গন্ধমাদন পর্বত হতে ওষধি আনতে গেলে, রাবণ মাতুল কালনেমিকে পথিমধ্যে হনুমানকে নিহত করার জন্য পাঠান এবং তার পুরস্কারস্বরূপ মাতুলকে অর্ধেক লঙ্কারাজ্য দান করবেন বলে অঙ্গীকার করেন। হনুমানকে নিহত করার পূর্বেই কালনেমি কোন্ অর্ধাংশ গ্রহণ করবেন, তা মনে মনে স্থির করেন। ওষধির জন্য হনুমান গন্ধমাদন পর্বতে গেলে, কালনেমিও রাক্ষসের বেশে সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজের আশ্রমে হনুমানকে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু হনুমান তাঁর আতিথ্য গ্রহণ না-করে নিকটবর্তী জলাশয়ে স্নান করতে যান। জলে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই এক নক্র (কুম্ভীর) হনুমানের পা আক্রমণ করে। তারপর হনুমান উক্ত নক্রকে হত্যা করেন। এই কুম্ভীর দক্ষ কর্তৃক অভিশপ্ত এক অপ্সরা। হনুমানের হাতে নিহত হয়ে সে মুক্তিলাভ করে এবং নিজের স্বরূপ ফিরে পেয়ে হনুমানকে কালনেমি সম্বন্ধে সাবধান করে দেয়। হনুমান কালনেমির প্রকৃত বিবরণ জ্ঞাত হয়ে কালনেমিকে ধরে সজোরে শূন্যে নিক্ষেপ করে। নিক্ষিপ্ত কালনেমির দেহ তীরবেগে ঘুরতে ঘুরতে রাবণের সিংহাসনের উপরে এসে পতিত হয়।" (পৌঃ অঃ)।

ভিন্দিপাল—এক ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র। রিপুকুল-কাল বলী—মহাশক্তিধর কালনেমি বীরত্বে শত্রুদের কাছে কালান্তক যম স্বরূপ। তালজঙ্ঘা—একজন রাক্ষস সেনাপতি। গদাধর যথা মুরারি—তালজঙ্ঘাকে যেন গদাহস্তে মুরারির মত দেখাচ্ছে। প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম কঠিন—প্রমত্ত নামক রাক্ষস বীর অতি ভীষণাকৃতিসম্পন্ন। সে এত বলশালী যে, তাঁর বুকটা যেন প্রস্তরনির্মিত। শত শত হেন যোধ হত এ সমরে—বিরূপাক্ষ, কালনেমি, তালজঙ্ঘা, প্রমত্ত প্রভৃতি যেসব বীরের কথা বলা হলো, তাদের মত আরো শত শত বীর ছিল, যারা যুদ্ধে হত হয়েছে। প্রবেশয়ে—প্রবেশ করে। বৈশ্বানর— অগ্নি। তুঙ্গতর—অতি উঁচু। মহীরুহ ব্যূহ—বিরাট বিরাট গাছের সারি। পুড়ি ভস্মরাশি মরে ঘোর দাবানলে—বনে আগুন লাগলে যেমন বিরাট বিরাট গাছের সারি পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তেমনি এই ভীষণ লঙ্কাযুদ্ধে বহু বীরশ্রেষ্ঠ নিহত হয়েছে। সুধিলা—জিজ্ঞাসা করল। রক্ষঃ-কুল-হর্যক্ষ-বিগ্রহে—যিনি যুদ্ধে রাক্ষসকুলের মধ্যে মহাতেজা সিংহের মত। ইন্দ্রজিৎ—"রাবণের অন্যতম পুত্র। প্রধানা মহিষী মন্দোদরীর গর্ভে এঁর জন্ম। এঁর অন্য নাম মেঘনাদ। জন্মকালে মেঘগর্জনের মত গভীরভাবে ক্রন্দন করেছিলেন বলে এঁর এই নাম হয়। মহামায়ার পূজা করে মেঘনাদ মায়াবল লাভ করেন। ইনি অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, রাজসূয়, গোমেধ, বৈষ্ণব প্রভৃতি সপ্তযজ্ঞ করে পশুপতির নিকট বর লাভ করেন। ইনি কামচারী, আকাশগামী, স্যন্দন, তামসী, মায়া, অক্ষয়, তূণীর ও শত্রুনাশক অস্ত্রসমূহ লাভ করে দুর্ধর্ষ হন। দিগ্বিজয় করার সময় রাবণ ইন্দ্রকে জয় করার জন্য স্বর্গে যান। সেই সময়ে মেঘনাদ... ইন্দ্রকে বন্দী করে লঙ্কায় নিয়ে আসেন। ...ব্রহ্মা মেঘনাদকে ইন্দ্রজিৎ আখ্যা দেন। ... ইন্দ্রজিৎ প্রার্থনা করেন যে, যখন আমি যথাবিধি অগ্নির পূজা করে যুদ্ধযাত্রা করব, তখন আমার জন্য অগ্নি থেকে অশ্বসমেত রথ উত্থিত হবে, সেই রথে যতক্ষণ অবস্থান করব, ততক্ষণ আমি যেন অমর হই। অগ্নিপূজার জপ ও হোম অসমাপ্ত রেখে যুদ্ধযাত্রা করলেই আমি বধ্য হব। ইন্দ্রের মুক্তির বিনিময়ে ব্রহ্মা এই বরেই স্বীকৃত হন। ...ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে অজেয় হবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু লক্ষ্মণ তাঁর

যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন হবার পূর্বেই নিরস্ত্র অবস্থায় অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে তাঁকে বধ করেন।" (পৌঃ অঃ)।

প্রমোদ-উদ্যান—আমোদ কানন। লঙ্কার বাইরে এর অবস্থিতি। **ভ্রমিছে**—বিচরণ করছে। বেড়াচ্ছে। **নাহি জানে**—যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ এখনো খবর পাননি যে, বীরবাহু আজ যুদ্ধে নিহত হয়েছে।

মুরলে! কহিও তাঁরে এ কনক-পুরী
ত্যজিয়া, বৈকুণ্ঠ-ধামে ত্বরা যাব আমি।
নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কা-অধিপতি।
হায়, বরিষার কালে বিমল-সলিলা
সরসী, সমলা যথা কর্দম-উদগমে,
পাপে পূর্ণ স্বর্ণ-লঙ্কা! কেমনে এখানে
আর বাস করি আমি? যাও চলি, সখি,
প্রবাল আসনে যথা বসেন বারুণী
মুক্তাময় নিকেতনে। যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে,
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"
প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া,
উঠিলা পবন-পথে মুরলা রূপসী
দূতী, যথা শিখণ্ডিনী, আখণ্ডল-ধনুঃ
বিবিধ-রতন-কান্তি আভায় রঞ্জিয়া
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জুকুঞ্জবনে!
উতরি জলধি-কূলে পশিলা সুন্দরী
নীল-অম্বুরাশি। হেথা কেশব-বাসনা
পদ্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃকুল-লক্ষ্মী, দূরে
যথায় বাসব-ত্রাস বসে বীরমণি
মেঘনাদ। শূন্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা।
কতক্ষণে উতরিলা হৃষিকেশ-প্রিয়া,
সুকেশিনী, যথা বসে চির-রণজয়ী

নিজদোষে মজে রাজা—লঙ্কার রাজা রাবণের দোষেই তাঁর এ স্বর্ণলঙ্কা ছারখার হতে বসেছে। লঙ্কা এখন পাপপুরী। তাই এখানে লক্ষ্মীর স্থান নেই। তিনি শীঘ্রই এ পুরী ছেড়ে নিজের বৈকুণ্ঠ ধামে ফিরে যাবেন। **পাপে পূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা**—স্বচ্ছসলিলা নদীর জল যেমন বর্ষাকালে কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে, তেমনি রাবণের পাপে স্বর্ণলঙ্কা পূর্ণ হয়ে গেছে। **আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে**—ইন্দ্রজিৎ লঙ্কাপুরীর বাইরে অবস্থিত প্রমোদকাননে সুখে ভ্রমণ করছেন। তিনি বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ এবং লঙ্কার আসন্ন বিপদের কথা জানেন না। তাঁকে রাজপুরীতে আনার জন্য লক্ষ্মী-দেবী সক্রিয় হয়ে উঠলেন। কেননা, স্বর্ণলঙ্কা বীরশূন্য হয়ে যাচ্ছে। সদ্য বীরশ্রেষ্ঠ বীরবাহু যুদ্ধে নিহত; তাই রাবণ নিজেই যুদ্ধে যাবেন বলে উদ্যোগী হয়েছেন। কিন্তু এ যুদ্ধে

Scanned with CamScanner

মেঘনাদকে সামিল করা একান্তভাবে প্রয়োজন। কারণ তিনি যুবরাজ, রাবণের প্রধান সহায়। এই বিপদের মুহূর্তে তাঁর উপস্থিতি দরকার। তাছাড়া এ কাব্যের বর্ণিতব্য বিষয়—মেঘনাদবধের কাহিনী। সুতরাং মূল ঘটনার সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করতেই হবে। লক্ষ্মীদেবী নিজেই এই দৌত্যকর্মে বৃত হলেন। **প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে**—লঙ্কাধিপতি রাবণ তার দুষ্কর্মের দ্বারা লঙ্কাভূমিকে পাপে পূর্ণ করে তুলেছেন। তার পাপের ফলেই আজ স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংস হতে বসেছে। সীতা-হরণজনিত দুষ্কর্মের পরিণতিতেই রাবণের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠেছে। রামের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে স্বর্ণলঙ্কার বীরবৃন্দ বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে, লঙ্কা, শ্রী ও সম্পদ ধ্বংসের মুখোমুখী। রাবণের একমাত্র ভরসা ইন্দ্রজিৎ। রাবণের পাপে তাঁকেও বিনষ্ট হতে হবে। রাবণের সীতাহরণরূপ দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত রাবণকে করতেই হবে। ইন্দ্রজিৎ উপলক্ষ মাত্র। তিনি রাবণের সন্তান, শ্রেষ্ঠ বীর, স্বর্ণলঙ্কার আশা ও ভরসা স্থল। তাঁর মৃত্যু যতটা না ইন্দ্রজিতের, তার চেয়ে বেশি দাম্ভিক, পাপাচারী রাবণের বিপর্যয়কে আরো ত্বরান্বিত করবে। অবশ্য রাবণ নিজের অন্যায় আচরণ বিষয়ে সচেতন নন। তিনি দুর্জ্ঞেয় নিয়তিকেই এজন্য দায়ী করেন। **পবন-পথে**—আকাশ-পথে। **শিখণ্ডিনী**—ময়ূরী। **আখণ্ডল ধনু**—ইন্দ্রের ধনু। **আখণ্ডল**—ইন্দ্র। পর্বতের পক্ষচ্ছেদকারী বলে ইন্দ্রের আর এক নাম আখণ্ডল। **যথা শিখণ্ডিনী ইঃ**—ইন্দ্রধনুর ন্যায় বর্ণবৈচিত্র্যসমুজ্জ্বল উজ্জ্বল পুচ্ছ বিস্তার করে ময়ূরী যেভাবে মনোরম কুঞ্জবনে উড়তে থাকে, সুন্দরী মুরলা সেরূপ বিচিত্র সৌন্দর্যবিস্তার করে আকাশমার্গে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। **উতরি**—উত্তরণ করে, পৌঁছে। **জলধি-কূলে**—সমুদ্রতীরে। **নীল-অম্বুরাশি**—সুনীল জলরাশি। **কেশব-বাসনা**—বিষ্ণুর আকাঙ্ক্ষিতা লক্ষ্মীদেবী। **পদ্মাক্ষী**—পদ্মের পাপড়ির ন্যায় আয়ত ও সুন্দর নয়ন যার। লক্ষ্মী দেবীর বিশেষণ। **বাসব-ত্রাস**—ইন্দ্র যার ভয়ে ভীত। মেঘনাদের বিশেষণ। **বীরমণি**—বীরদের মধ্যে রত্নবিশেষ, শ্রেষ্ঠ বীর। **হৃষিকেশ**—বিষ্ণু। হৃষীকের (ইন্দ্রিয়ের) ঈশ (অধিপতি)।

ইন্দ্রজিৎ। বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী,—
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড় ; চারিদিকে রম্য বনরাজী
নন্দনকানন যথা। কুহরিছে ডালে
কোকিল ; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি ;
বিকশিছে ফুলকুল ; মর্মরিছে পাতা ;
বহিছে বাসন্তানিল ; ধরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ-প্রাসাদে,
দেখিলা সুবর্ণ-দ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে
ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন করে।
দুলিছে নিবঙ্গ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে!
বিজলীর ঝলা সম, বেণীর মাঝারে
রত্নরাজী, তূণে শর, মনিময় ফণী!
উচ্চ কুচ-যুগোপরি সুবর্ণ কবচ,
রবি-কর-জাল যথা প্রফুল্ল কমলে।
তূণে মহাখর শর ; কিন্তু খরতর

আয়ত—লোচনে শর। নবীন-যৌবন-
মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা

বৈজয়ন্তধাম—স্বর্গে অমরাবতীতে ইন্দ্রের প্রাসাদ, ইন্দ্রপুরী। **অলিন্দ**—বারান্দা, চাতাল। **স্তম্ভাবলী হীরাচূড়**—বারান্দায় যেসব স্তম্ভ রয়েছে, তাদের শীর্ষদেশ হীরকখচিত। **রম্য**—রমণীয়, মনোরম। **নন্দন কানন**—স্বর্গপুরীতে দেবরাজ ইন্দ্রের সুরম্য উদ্যান। **গুঞ্জরী**—গুঞ্জরণ করতে করতে। **বাসন্তানিল**—বসন্তকালের মলয় পবন। **শরাসন করে**—ধনু হাতে। **নিষঙ্গ**—তূণ, তীরের খাপ। **দুলিছে নিষঙ্গ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে**—ইন্দ্রজিতের পুরীতে ধনু হাতে যেসব নারীরক্ষী-বাহিনী প্রহরায় নিযুক্ত রয়েছে, তাদের পিঠে বাণ রাখার তূণ বা খাপের সঙ্গে বেণীও দুলছে। **বিজলীর ঝলা**—বিদ্যুতের ঝিলিক। কবচ—বর্ম। মহাখর—অতি তীক্ষ্ণ। শর—বাণ। তূণে শর মণিময় ফণী—তূণে রাখা শর যেন মণিময় ফণা তোলা সাপ। **কিন্তু খরতর আয়ত লোচনে শর**—তূণে যে শরগুলি রয়েছে তা তীক্ষ্ণ, প্রহরারত নারীদের যৌবনমত্ত সৌন্দর্যের প্রতিই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নবীন যৌবন মদে মত্ত—প্রহরারতা পুরসুন্দরীগণ সকলেই পরম রূপ ও যৌবনের অধিকারিণী। আবার তাদের শক্তি-সামর্থ্যও রয়েছে। বসন্তকালে প্রমত্ত মাতঙ্গিনীর মত তারা চঞ্চলা ও গতিবেগসম্পন্না। চিত্ত বিনোদিয়া—চিত্তকে মোহিত করে। রজনীনাথ—চন্দ্র। বরাঙ্গনা—সুন্দরী নারী দক্ষের সাতাশটি কন্যার সঙ্গে চন্দ্রের বিবাহ হয়েছিল। চন্দ্র তাদের সঙ্গে পরম সুখে পরিভ্রমণ করেন। মেঘনাদও তেমনি পরম সুন্দরী রমণীদের সঙ্গে পরম সুখে ভ্রমণ করছেন।

মধুকালে। বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে ; নূপুর চরণে।
বাজে বীণা সপ্তস্বরা, মুরজ, মুরলী ;
সংগীত-তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ,
উথলিছে চারিদিকে, চিত্ত বিনোদিয়া।
বিহারিছে বীরবর-সঙ্গে বরাঙ্গনা
প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা
দক্ষ-বালা-দলে লয়ে ; কিম্বা, রে যমুনে,
ভানুসুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,
গোপ-বধূ-সঙ্গে রঙ্গে তোর চারুকূলে!
মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষসী।
তার রূপ ধরি রমা, মাধব-রমণী,
দিলা দেখা, মুষ্টে যষ্টি, বিশদ-বসনা।
কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে,
কহিলা,—"কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি
এ ভবনে? কহ দাসে লঙ্কার কুশল।"
শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অম্বুরাশি-সুতা
উত্তরিলা,—"হায়! পুত্র কি আর কহিব,

Scanned with CamScanner

কনক-লঙ্কার দশা! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী!

ভানসুতে—যমুনাকে সম্বোধন। যমুনা সূর্যকন্যা। **মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষসী**—লক্ষ্মীদেবী মেঘনাদের ধাত্রীমাতা প্রভাষার ছদ্মবেশ ধারণ করে মেঘনাদের প্রমোদ উদ্যানে উপস্থিত হলেন।—"জেরুসালেম উদ্ধার কাব্যেও চার্লস্ এবং যুবাল্‌ডো রিনাল্‌ডোকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য আর্মিডার উপবনে গিয়াছিলেন।"

প্রভাষা—মেঘনাদের ধাত্রীমাতা। **মাধব-রমণী**—বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মীদেবী। **মুষ্টে যষ্টি**—হাতে লাঠি। **বিশদ-বসনা**—শ্বেতবস্ত্র-পরিহিতা। **গতি**—আগমন। **অম্বুরাশি-সুতা-লক্ষ্মী**। —সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীদেবী সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়েছিলেন। তাই তাঁকে সমুদ্রকন্যা বলা হয়।

তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।"
জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া,—
"কি কহিলা, ভগবতি? কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে? নিশা-রণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে; তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।"
রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী
উত্তরিলা,—"হায়! পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি; তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি; রক্ষ রক্ষঃকুল-
মান, এ কাল-সমরে, রক্ষঃ-চূড়ামণি।"
ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ; ফেলাইয়া কনক-বলয়
দূরে; পদতলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়! "ধিক্ মোরে" কহিলা গম্ভীরে
কুমার, "হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণ-লঙ্কা, হেথা আমি বামাদল-মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ! আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।"
সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর আভরণে,

মহাশোকী—প্রবল শোকে কাতর। **রাক্ষসাধিপতি**—রাক্ষসদের রাজা রাবণ। **নিশারণে সংহারিনু আমি রঘুবরে**—মেঘনাদ রামচন্দ্রকে লঙ্কাযুদ্ধে পরাজিত করেন। রামচন্দ্র সসৈন্যে লঙ্কায় প্রবেশ করলে ইন্দ্রজিৎ প্রথমেই অঙ্গদের কাছে পরাজিত হন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রজিৎ

যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে রাম-লক্ষ্মণকে পরাজিত ও নাগপাশে বাঁধেন। শেষ পর্যন্ত গরুড়ের কৃপায় দুজনে মুক্তি পান। এরপর কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, ত্রিশিরা প্রভৃতি বীর যুদ্ধে নিহত হলে ইন্দ্রজিৎ আবার যুদ্ধে গিয়ে রাম-লক্ষ্মণকে পরাজিত ও অজ্ঞান করেন। কিন্তু হনুমান ঔষধ এনে তাঁদের পুনর্জীবিত করেন। এরপর ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধস্থলে মায়াসীতাকে দেখিয়ে কৌশলে রামকে পরাস্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রামের কৌশলে ইন্দ্রজিতের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বৈরিদলে—শত্রুদলকে। বরষি—বর্ষণ করে। বারতা—বার্তা, সংবাদ। রত্নাকর—সমুদ্র। রত্নাকর—রত্নোত্তমা—সমুদ্রমন্থনের ফলে সমুদ্রগর্ভ থেকে নানাপ্রকার রত্নসম্ভার পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলির মধ্যে লক্ষ্মীদেবীই ছিলেন সর্বোত্তম রত্ন। ইন্দিরা—লক্ষ্মী দেবী। **সীতাপতি**—রামচন্দ্র। **তবে শরে মরিয়া বাঁচিল**—যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে অজ্ঞান করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মহাবীর হনুমান ঔষধি দ্বারা তাঁদের চৈতন্য সম্পাদন করেন। রামচন্দ্রের পুনর্জীবন লাভের সংবাদ ইন্দ্রজিতের অজ্ঞাত। তাই লক্ষ্মীদেবী তাঁকে এ সংবাদ দিলেন। তাঁর বক্তব্য—রামচন্দ্র নিশ্চয়ই যাদুবিদ্যা জানেন। আর তার বলেই তিনি ও লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করেছেন। **যাও তুমি ত্বরা করি**—লক্ষ্মীদেবীর উদ্দেশ্য—লঙ্কার বিপর্যয়ের সংবাদ ইন্দ্রজিৎকে জানিয়ে তাঁকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য লঙ্কায় যেতে প্রলুব্ধ করা। **রক্ষ**—রক্ষা কর। **কাল-সমরে**—কালান্তক যুদ্ধে। **রক্ষঃ-চূড়ামণি**—রাক্ষসশ্রেষ্ঠ।

কুসুমদাম—ফুলের মালা। রোষে—ক্রোধে। মহাবলী—প্রবল শক্তিধর। ফেলাইলা—ছুঁড়ে ফেললেন। কনক-বলয়—সোনার বালা। কুণ্ডল—কর্ণাভরণ। আভাময়—রক্তিম ও উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট। **যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে আভাময়**—মেঘনাদ রোষে দীপ্ত হয়ে কর্ণকুণ্ডল ছিঁড়ে দূরে ফেলে দিলেন। মনে হলো যে, অশোকগাছের তলায় অশোক ফুল পড়ে আছে। **এই কি সাজে আমারে দশাননাত্মজ আমি ইন্দ্রজিৎ**—ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মীদেবীর কাছে লঙ্কার দুর্দশার কথা জানতে পেরে ইন্দ্রজিৎ ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে একদিকে মুহ্যমান, অন্যদিকে দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন। লঙ্কাপুরী আজ প্রবল বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তার বীরসন্তানরা যুদ্ধে নিহত, লঙ্কার গৌরবরবি অস্তমিত হতে চলেছে। আর তিনি তার থেকে অনেক দূরে প্রমোদে দিন কাটাচ্ছেন। এটা ইন্দ্রজিতের কাছে লজ্জা ও অগৌরবের বলে মনে হয়েছে। দেশভক্ত বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিতের পক্ষে এই ভাবনা অতি যুক্তিসঙ্গত। বেড়ে—বেষ্টন করে। **হেথা আমি বামাদল মাঝে**—ইন্দ্রজিৎ অনুশোচনা করছেন যে, তাঁর জন্মভূমি স্বর্ণলঙ্কা বিদেশী আক্রমণে আজ চরম বিপর্যয়ের সমুখে পড়েছে। যুদ্ধে প্রবল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দেশের অগ্রগণ্য বীরবৃন্দ নিহত হয়েছে। এই দুর্যোগের সময়ে ইন্দ্রজিৎ তার থেকে দূরে প্রমোদকাননে বিলাসে মেতে আছেন। এজন্য তিনি মনে গ্লানি অনুভব করছেন। তাঁর এই আত্মগ্লানি দেশপ্রেমবোধ থেকে সঞ্জাত। **দশাননাত্মজ**—রাবণের পুত্র, ইন্দ্রজিৎ। **ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে**—বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ এবং স্বর্ণলঙ্কার প্রচণ্ড বিপর্যয়ের সংবাদ শুনে ইন্দ্রজিতের দেশপ্রেমিক বীরহৃদয় ক্ষোভে, রোষে উত্তেজিত হয়ে উঠল। এতদিন তিনি প্রমোদকাননে বিলাসের মোহে আচ্ছন্ন ছিলেন। এখন স্বর্ণলঙ্কার দুর্দিনের খবর পেয়ে তার বীরহৃদয় রণহুংকারে মেতে উঠল। ইন্দ্রজিৎ ত্রিভুবনবিজয়ী বীর—দেব-দানব সকলের অবধ্য। লঙ্কা-যুদ্ধে তিনি ইতোপূর্বে রাম-লক্ষ্মণসহ সব বানরসৈন্যকে পর্যুদস্ত ও পরাস্ত করেছেন। তাঁর বাণে হত রাম-লক্ষ্মণ পুনর্জীবিত হয়েছেন শুনে তিনি আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে তাঁর ক্রোধের আগুন আরো উচ্চকিত করে তুলল। **কুণ্ডল-অলঙ্কার**—

Scanned with CamScanner

কুসুমদাম সব দূরে ছুঁড়ে ফেলে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। তাঁর **সঙ্কল্প**— শত্রুদের বিনষ্ট করে তিনি স্বর্ণলঙ্কার গৌরব, মান-মর্যাদা রক্ষা করবেন।

রথীন্দ্রর্ষভ—শ্রেষ্ঠ রথীদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। **বীর আভরণে**— যোদ্ধাসুলভ সাজপোশাক ও অলঙ্কার।

হৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে
মহাসুর ; কিংবা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাটপুত্র সব, উদ্ধারিতে
গোধন সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে।
মেঘবর্ণ রথ ; চক্র বিজলীর ছটা ;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী ; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি। রথে চড়ে বীর-চূড়ামণি
বীরদর্পে, হেনকালে প্রমীলা সুন্দরী,
ধরি পতি-কর-যুগ (হায় রে, যেমতি
হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশ্বরে),
কহিলা কাঁদিয়া ধনী,—"কোথা, প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী! হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাথে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?" হাসি উত্তরিলা
মেঘনাদ, "ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।"

হৈমবতী—পার্বতী। **হৈমবতী সুত**—কার্তিকেয়।

তারকাসুর—"দেবতা-বিদ্বেষী এক অসুর। তারকা দেবতাদের জয় করার জন্য সহস্র বৎসর তপস্যা করেও কোন ফল লাভ করতে পারেন না। তখন তার মস্তক হতে এক তেজ নিঃসৃত হয়ে দেবতাদের দগ্ধ করতে থাকে। এতে সমস্ত দেবতা ভীত হয়ে ব্রহ্মার কাছে এসে সমস্ত বিবৃত করে তাঁকে বর প্রদান করতে বলেন। তখন ব্রহ্মা তারকাসুরের কাছে গিয়ে তাকে বর দিতে চাইলেন। তারকা ব্রহ্মার কাছে দুটি বর প্রার্থনা করেন। এক বরে তার চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ জন্মগ্রহণ করবে না, আর দ্বিতীয় বরে একমাত্র মহাদেবের.....পুত্রের হস্তে ভিন্ন তার মৃত্যু হবে না। ব্রহ্মার এই দুই বরে বলীয়ান হয়ে তারকা দেবতাদের উপর নানা রূপ অত্যাচার আরম্ভ করে। দেবতারা তখন বাধ্য হয়ে আবার ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। একমাত্র শিবের

....পুত্রই তারকাকে হত্যা করতে পারে। ব্রহ্মা দেবতাদের উপদেশ দেন যে, যাতে মহাদেবের সন্তান হবার ইচ্ছা হয়, তার চেষ্টা করতে। সেই সময় হিমালয় দুহিতা উমা শিবের আরাধনায় মগ্ন হয়ে তাঁর সম্মুখেই ধ্যানরতা ছিলেন। ...তপস্যার ফলে মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করেন।...এই পুত্রের নাম হয় কার্তিকেয়। কার্তিকেয় বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পর, দেবতাদের নিকট হতে তারকাসুরের অত্যাচারের কথা শ্রবণ করে দেবসেনাপতি পদে নিযুক্ত হন এবং তারকাকে নিহত করেন।" (পৌঃ অঃ)

কিরীটী—অর্জুন ইন্দ্র-প্রদত্ত কিরীট মস্তকে ধারণ করতেন বলে তাঁর আর এক নাম কিরীটী। **বৃহন্নলারূপী কিরীটী**—"ক্লীবরূপী অর্জুন। অর্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থে স্বর্গবাসকালে উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য উর্বশীর অভিশাপে ক্লীবত্বপ্রাপ্ত হন। অজ্ঞাতবাসের বৎসরে অর্জুন ক্লীবরূপে এই নাম গ্রহণ করেন। বিরাট নগরে রাজকন্যা উত্তরা ও অন্যান্য কুমারীর নৃত্যগীতাদির ইনি শিক্ষক হন। এই সময় তাঁর কর্ণে দীর্ঘ কুণ্ডল, হস্তে শঙ্খ ও সুবর্ণনির্মিত বলয় থাকতো। দুর্যোধন কর্তৃক বিরাটরাজ্যে গোহরণকালে বৃহন্নলা উত্তরের সারথিরূপে যুদ্ধে যান। কুরু-সৈন্য দর্শনে ভীত উত্তর পলায়নোদ্যত হলে, বৃহন্নলা তাঁকে আশ্বস্ত করেন এবং তাঁকেই সারথি করে স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বিরাটের গোধন উদ্ধার করেন।" (পৌঃ অঃ) **বিরাটপুত্র**—মৎস্যরাজ বিরাটের পুত্র। এঁর ভগ্নি উত্তরাকে বৃহন্নলারূপী অর্জুন নৃত্যগীত শিক্ষা দিতেন। পরে উত্তরার সঙ্গে অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ হয়। উত্তরা বিরাটরাজার কনিষ্ঠ পুত্র। অন্য নাম ভূমিঞ্জয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম শঙ্খ।....কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম দিনেই উত্তর শল্যের হাতে নিহত হন। **উদ্ধারিতে গোধন**—পাণ্ডবদের বনবাসকালে অজ্ঞাতবাস বৎসরে অর্জুন বৃহন্নলাবেশে বিরাট রাজকন্যা উত্তরার নৃত্যশিক্ষক ছিলেন। সে সময় দুর্যোধন বিরাটরাজের গোধন হরণ করে নিয়ে যান। রাজপুত্র উত্তর তাঁকে বাধা দিতে যান। তখন অর্জুন উত্তরের রথের সারথি ছিলেন। **সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে**—বিরাটরাজসভায় অজ্ঞাতবাসে অর্জুন বৃহন্নলারূপে রাজকন্যা উত্তরার নৃত্যশিক্ষক ছিলেন। সে সময় দুর্যোধন বিরাটরাজার গোধন হরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় বিরাটপুত্র উত্তর তাঁকে বাধা দিতে যান। বৃহন্নলা উত্তরের রথের সারথি ছিলেন। দুর্যোধনের বিপুল সৈন্যবাহিনী দেখে ভীত উত্তর পালাতে গেলে অর্জুন তাঁকে আশ্বস্ত করেন এবং শমীবৃক্ষশাখায় তাঁর লুকিয়ে রাখা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে দুর্যোধনকে হারিয়ে দিয়ে গোধন উদ্ধার করেন। যুদ্ধপূর্বে বৃহন্নলা শমীবৃক্ষমূলে গিয়ে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হন। **চক্রবিজলীর ছটা**—রথচক্রে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়ে বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিচ্ছে। **ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী**—রথের উপরের বহুবর্ণরঞ্জিত পতাকাকে ইন্দ্রধনু বলে মনে হচ্ছিল। **চাপ**—ধনু। **তুরঙ্গম**—অশ্ব। **আশুগতি**—দ্রুতগতি। **প্রমীলা**—"মেঘনাদ-পত্নী। রামায়ণে ইহার কোন উল্লেখ নাই। প্রমীলা নামটি কবি কাশীরামের মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রমীলা কবির একটি সার্থক ও অপূর্ব সৃষ্টি। তৃতীয় সর্গে ইহাকে 'মহাশক্তি-অংশে' জাত এবং কালনেমি নামক দৈত্যের কন্যা বলা হইয়াছে। এস্থলে প্রমীলার বিলাপ 'ইলিয়াড' কাব্যে হেক্টরের যুদ্ধযাত্রা কালে তৎপত্নী এ্যাড্রোমেকীর-এবং 'জেরুসালেম উদ্ধার' কাব্যে রিনাল্ডোর বিদায়কালে আমিডার বিলাপের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।" **যেমতি হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু কুলেশ্বরে**—তরুলতা যেমন বড় গাছকে আশ্রয় করে, তেমনি প্রমীলাও পতিকে অবলম্বন করেছে। **ধনী**—সুন্দরী। **ধরি পতি কর-যুগ**—স্বামীর হাত দুটি ধরে। **গহন কাননে**—ঘন বনে। **করী-পদ**—হাতীর পা। **তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে যূথনাথ**—গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলার পথে

Scanned with CamScanner

কোন লতা হয়ত হাতীর পা জড়িয়ে ধরলে হাতী সেই লতার বাঁধন ছিন্ন করে চলে যায়, তবু চলন্ত হাতীর পায়ে সেই লতা জড়িয়ে থাকে। এখানে প্রমীলার উক্তির তাৎপর্য এই যে, কঠিন কর্তব্যের টানে ইন্দ্রজিৎকে প্রমোদ-কানন ছেড়ে যদি চলে যেতেই হয়, তবু তিনি যেন প্রমীলাকে সঙ্গে নিয়ে যান। কারণ পতির বিরহ-বেদনা তাঁর পক্ষে অসহনীয়। বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে সে বাঁধে—প্রমীলার ভালবাসার বাঁধনে ইন্দ্রজিৎ দৃঢ়ভাবে বাঁধা পড়েছে। সাময়িক অদর্শনেও সে বন্ধন টুটবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসৈন্য নিঃশেষ করে ইন্দ্রজিৎ যত শীঘ্র সম্ভব প্রমীলার কাছে আবার ফিরে আসবে। ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া—ইন্দ্রজিৎ ত্রিভুবন বিজয়ী বীর। দেবরাজ ইন্দ্রসহ স্বর্গের দেবতাগণ পর্যন্ত তাঁর কাছে হার মানেন। সামান্য মানুষ বনবাসী রাম-লক্ষ্মণ এবং তাঁদের সহযোগী বানরসৈন্যকে তিনি তুচ্ছজ্ঞান করেন। ইতোমধ্যে দুবার তিনি তাঁদের পর্যুদস্ত করেছিলেন। এবং ইন্দ্রজিতের মধ্যে এই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস রয়েছে যে, এবার যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি বিপক্ষ দলকে সমূলে বিনাশ করবেন। তাঁর শৌর্যের কাছে নর ও বানরদল অচিরে ধ্বংস হবে। তিনি খুব শীঘ্র যুদ্ধজয় এবং লঙ্কাকে বিপন্মুক্ত করে প্রমীলার প্রেমের আবেষ্টনীর মধ্যে ফিরে আসতে পারবেন।

উঠিল পবন-পথে, ঘোরতর রবে,
রথবর, হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন
উড়িলা মৈনাক শৈল, অম্বর উজলি!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে, টংকারিলা ধনুঃ
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘমাঝে
ভৈরবে। কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিলা জলধি।
সাজিছে রাবণ-রাজা, বীরমদে মাতি;—
বাজিছে রণ-বাজনা; গরজিছে গজ;
হ্রেসে অশ্ব; হুংকারিছে পদাতিক, রথী;
উড়িছে কৌষিক-ধ্বজ; উঠিছে আকাশে
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা! হেনকালে তথা
দ্রুতগতি উতরিলা মেঘনাদ রথী।
নাদিল কর্বুরদল হেরি বীরবরে
মহাগর্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে,
করযোড়ে কহিলা,—"হে রক্ষঃ-কুল-পতি,
শুনেছি মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি।
কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নির্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

পবন-পথে—আকাশ মার্গে। **ঘোরতর রবে**—প্রচণ্ড গর্জনে। **রথবর**—বিরাট রথ। হৈমপাখা—স্বর্ণডানা। বিস্তারিয়া—প্রসারিত করে। মৈনাক-শৈল, অম্বর উজলি—আকাশ উদ্ভাসিত করে যেন মৈনাক পর্বত তার বিস্তৃত দুই ডানা মেলে বায়ুমার্গে এগিয়ে চলল। পুরাকালে

Scanned with CamScanner

পর্বতের চলচ্ছক্তি ছিল। তারা যখন তখন ডানা মেলে উড়ে গিয়ে জনপদ, ঋষির আশ্রমের ওপর চেপে বসে ধন-প্রাণ-শস্য বিনষ্ট করত। এতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে সকল পর্বতের পক্ষচ্ছেদ করে দেন। মৈনাক পবনদেবের সহায়তায় সমুদ্রতলে আত্মগোপন করে ইন্দ্রের কোপ থেকে রক্ষা পায়। শিঞ্জিনী—ধনুকের গুণ, ছিলা। আকর্ষি—আকর্ষণ করে, টেনে ধরে। বীরেন্দ্র—বীরশ্রেষ্ঠ। পক্ষীন্দ্র—গরুড়। পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে ভৈরবে—লঙ্কার দুর্যোগের কথা, বিশেষ করে বীরবাহুর মৃত্যুবরণ এবং রাম-লক্ষ্মণের পুনর্জীবনলাভের কথা জানতে পেরে ইন্দ্রজিৎ প্রচণ্ড রুষ্ট হয়ে স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করলেন। এই দুর্বিপাকের মুহূর্তে তিনি প্রমোদকাননে বিলাসে মত্ত ছিলেন বলে অনুতপ্ত। এই মুহূর্তে ইন্দ্রজিৎ ক্রোধদীপ্ত, উত্তেজিত এবং স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ। বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদের রথের ভীম ভৈরব গর্জনে দিকদিগন্ত চমকিত হয়ে উঠল। আকাশমার্গে সেই চলমান রথকে মনে হচ্ছিল যে, পক্ষীশ্রেষ্ঠ গরুড় তার দুই বাহু প্রসারিত করে প্রচণ্ড গর্জন করে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। এই গতি ও গর্জনের মধ্যে দিয়ে যেন স্বর্ণলঙ্কার জন্য ইন্দ্রজিতের উৎকণ্ঠা, এবং যুদ্ধের উন্মাদনা প্রকাশ পাচ্ছে। **কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিল জলধি**—প্রমোদকানন পরিত্যাগ করে অদ্বিতীয় বীর, বাসববিজয়ী ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধযাত্রা করলেন। এই মুহূর্তে রোষে দীপ্ত, শত্রুবিনাশ করে লঙ্কার গৌরব-রবি পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্রে যথাবিহিত ভাবে সজ্জিত হয়ে প্রবল পরাক্রান্ত বীর ইন্দ্রজিৎ রথে আরোহণ করে লঙ্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁর বিরাট রথ প্রচণ্ডগর্জন করে আকাশপথে ছুটে চলল। সেটি দেখে মনে হচ্ছিল যে, মৈনাক পর্বত তার দুই স্বর্ণপক্ষ বিস্তার করে তীব্রবেগে ছুটে চলেছে, কিংবা মহাবলশালী বিশালদেহ পক্ষীশ্রেষ্ঠ গরুড় তার দুই পাখা প্রসারিত করে আকাশপথে ছুটে চলেছে। রথের প্রচণ্ড গর্জনে সমগ্র লঙ্কাভূমি এবং তাকে বেষ্টনকারী সমুদ্র প্রকম্পিত হতে থাকল। কবি এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে আসন্ন যুদ্ধের ভয়ঙ্করতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। **কৌশিকধ্বজ**—রেশমী কাপড়ের পতাকা (কীটবিশেষের কোশ থেকে উৎপন্ন সুতোর কাপড়)। কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা—স্বর্ণনির্মিত বর্মের উজ্জ্বল দীপ্তি। নাদিল—কোলাহল করল। **কর্বূরদল**—রাক্ষসবৃন্দ। **হেরি**—দেখে। **হেরি বীরবরে মহাগর্বে**—যোদ্ধার সাজে রথে চড়ে ইন্দ্রজিৎ উপস্থিত হলে সমাগত রাক্ষসকুল পরমোৎসাহে কোলাহল করতে লাগল। যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ অদ্বিতীয় বীর। তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ শত্রুদলের বিনাশ অবশ্যই হবে, এই আশা ও ভরসা তাদের মনে দেখা দিল। **এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি**—ইতোপূর্বে যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ রাম-লক্ষ্মণকে বাণবিদ্ধ করে হতচেতন করেছিলেন। সেই রাম-লক্ষ্মণ কিভাবে জীবন ফিরে পেল—এটা ইন্দ্রজিতের কাছে অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয়েছে। **পামর**—নরাধম, পাপী। **শরানল**—অগ্নিবাণ। বায়ু-অস্ত্রে—পবন বাণে। **নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে**—রাম-লক্ষ্মণ ও বানরসৈন্যকে সমূলে বিনষ্ট করবেন বলে ইন্দ্রজিৎ আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর দুর্মর তেজ আজ দুর্জয় ক্রোধে পরিণত হয়েছে। তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তাঁর পিতা লঙ্কেশ্বর রাবণের অনুমতি প্রার্থনা করছেন। শত্রুকে ধ্বংসই তাঁর লক্ষ্য। একান্তই যদি তাঁদের বধ না করা যায়, তাহলে তিনি অবশ্যই রাম-লক্ষ্মণকে বন্দী করে রাজার সামনে হাজির করবেন। বন্দীকে রাজার সামনে হাজির করার রীতি। রাজাই বন্দীর বিচার ও শাস্তিবিধান করবেন।

আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শিরঃ, মৃদুস্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি,—
রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস ; তুমি

Scanned with CamScanner

রাক্ষস-কুল-ভরসা। এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি।
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে?"
উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু,—
'কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে;
আর এক বার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;
দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে!"
কহিলা রাক্ষসপতি,—"কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম;—তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধুতীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি!
সেনাপতি-পদে আমি বরিনু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে;

আলিঙ্গি—আলিঙ্গন করে। **চুম্বি**—চুম্বন করে। **এ কাল সমরে**—রামের সঙ্গে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তা সত্যই কালান্তক যুদ্ধ, এই যুদ্ধের ফলে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি, অসংখ্য লোকক্ষয় হচ্ছে। বড় বড় বীরকে হারিয়ে লঙ্কা আজ বীরশূন্য হতে বসেছে। অতুল ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তির অধিকারী রাবণ আজ ভাগ্যের হাতে অসহায় হয়ে পড়েছেন। আত্মজের প্রতি হৃদয়দৌর্বল্যের কারণে রাবণ ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে পাঠাতে চাননা। কারণ—তিনি যুবরাজ, রাক্ষসকুলের ভরসাস্থল। রাবণ উপলব্ধি করেছেন যে, মানুষ যত শক্তিশালী হোক না কেন, ভাগ্যদেবীর প্রতিকূলতার বাধা অতিক্রম করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। রাবণের ভয়শূন্য হৃদয়ে আজ শঙ্কার ছায়া পড়েছে। লঙ্কা যুদ্ধের বিপর্যয়কর অন্তিম পরিণাম হয়ত তাঁর মানসচক্ষে ভেসে উঠেছে। তাই পিতৃস্নেহের বশে তিনি পুত্র ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে যেতে দিতে চান না। **বিধি বাম মম প্রতি**—রাবণ এই সংকটমুহূর্তেও নিজের দুষ্কর্ম ও ভ্রান্তির সম্পর্কে সচেতন নন। তিনি স্বর্ণলঙ্কার রাজা—অতুল ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি তাঁর করায়ত্ত। অহংকার তাঁর চরিত্রের ভূষণ। সেই অহংমত্ততা বশে তিনি সীতাহরণজনিত পাপাচরণ করেছেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে করতে হবে। —লঙ্কাধ্বংস তারই স্বরূপ। কিন্তু রাবণ মনে করেন, দৈবরোধের ফলে তাঁকে এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই অন্ধনিয়তিই তাঁর সর্বনাশের মূল হেতু। **ভাসে শিলা জলে**—মহাশক্তিধর রাবণ উপলব্ধি করেন যে, তিনি ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। তাই তাঁকে অসম্ভব,

Scanned with CamScanner

অবিশ্বাস্য ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সাধারণভাবে, শিলা কখনো জলে ভাসে না, মৃতব্যক্তি কখনো পুনরায় জীবিত হতে পারে না। কিন্তু এমন ব্যাপার ঘটতে দেখে রাবণ বিস্মিত, ভীত। ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণকে নিহত করেছেন। অথচ তাঁরা আবার জীবন ফিরে পেয়েছেন, এ যেন শিলা জলে ভাসার মতই অদ্ভুত, অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার। দৈবরোষের কারণেই তাঁকে লঙ্কাযুদ্ধে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাঁর দুর্মর শক্তি সেক্ষেত্রে নিষ্ফল।

অসুরারি রিপু—অসুরের শত্রু ইন্দ্র, তার শত্রু যিনি অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎ। **কি ছার সে নর**—ইন্দ্রজিৎ ত্রিভুবন-বিজয়ী বীর। তার পরাক্রমে দেবরাজ ইন্দ্রও পর্যুদস্ত। তিনি ইতোপূর্বে লঙ্কাযুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণকে দুবার পরাজিত করেছেন। সুতরাং সেই তুচ্ছ মানব তাঁর শক্তিমত্তার কাছে নিতান্তই অবজ্ঞার পাত্র। **এ কলঙ্ক**—বাসববিজয়ী পুত্র ইন্দ্রজিৎ এখনো জীবিত। তিনি বেঁচে থাকতে পিতা রাবণ যদি নিজেই যুদ্ধে বের হন, তবে তা হবে অন্যায়ের বিষয়। **মেঘবাহন**—ইন্দ্র। **হাসিবে মেঘবাহন**—মেঘনাদ ইন্দ্রকে জয় করে ইন্দ্রজিৎ নামে আখ্যাত। ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের পরাক্রমে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকেন। লঙ্কার এই দুর্যোগ মুহূর্তে ইন্দ্রজিতের পরিবর্তে রাবণ নিজেই যদি যুদ্ধে যান, তাহলে তা হবে কলঙ্কের কথা। সেনাপতি বর্তমানে রাজা, দ্বিগ্বিজয়ী পুত্রস্থানে পিতা যদি যুদ্ধে যান, তাহলে সকলে মনে করবে যে, ইন্দ্রজিৎ ভীরুতার বশে যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করেছে। এতে ইন্দ্র বিদ্রূপের হাসি হাসবেন, সন্দেহ নেই। **দুইবার আমি হারানু রাঘবে**—লঙ্কাযুদ্ধে ইতোপূর্বে ইন্দ্রজিৎ দুইবার রাম-লক্ষ্মণকে পরাজিত করেছেন। রামচন্দ্র বানরসৈন্যের সাহায্যে লঙ্কায় প্রবেশের পর ইন্দ্রজিৎ প্রথমে অঙ্গদের হাতে পরাস্ত হন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হয়ে রাম-লক্ষ্মণকে পরাজিত ও নাগপাশে আবদ্ধ করেন। গরুড় দুজনকে মুক্ত করেন। এরপর কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, ত্রিশিরা প্রভৃতি বীর যুদ্ধে নিহত হলে ইন্দ্রজিৎ আবার যুদ্ধে যান এবং রাম-লক্ষ্মণকে পরাজিত ও হতচেতন করেন। সেবার হনুমান ওষধি এনে এঁদের চেতনা ফেরান। এভাবে ইন্দ্রজিৎ দুবার রাম-লক্ষ্মণকে পরাজিত করেন। **বাঁচে কি ঔষধে**—ইন্দ্রজিৎ দুই বার রাম-লক্ষ্মণকে পরাজিত করেছেন। প্রথমবার গরুড়ের কৃপায় রক্ষা পেয়েছেন তাঁরা। দ্বিতীয়বার হনুমান ওষধি সংগ্রহ করে তাঁদের পুনর্জীবিত করেছেন। এই তৃতীয় বার ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে দুজনকে বধ করতে চান। ইন্দ্রজিৎ রাম-লক্ষ্মণকে এমন ভাবে নির্মূল করতে চান যে, তাঁরা পুনর্জীবিত হওয়ার যেন সুযোগ না পান। তিনি অগ্নিবাণে তাঁদের দেহ ভস্ম এবং বায়ুশরে তা রেণু রেণু করে দেহভস্ম চারদিকে উড়িয়ে দেবেন। ফলে কোন ঔষধে আর রাম লক্ষ্মণকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। **তায় আমি জাগানু আকালে ভয়ে**—স্বজনবিয়োগে রাবণের অনুশোচনা। কুম্ভকর্ণ অজেয় বীর। তবে তাঁর অকালে নিদ্রাভঙ্গ হলে মৃত্যুভয় ছিল। লঙ্কা যুদ্ধে একে একে সব বীর হত হতে থাকলে রাবণ বিপদ থেকে আশুপরিত্রাণের আশায় কুম্ভকর্ণের অকালনিদ্রা ভঙ্গ করে তাঁকে যুদ্ধে পাঠান। এর পরিণতিতে কুম্ভকর্ণ অশেষ পরাক্রম দেখানোর পরেও যুদ্ধে রামের হাতে নিহত হন। রাবণ অনুজের জন্য মর্মবেদনা অনুভব করেন। **গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা বজ্রাঘাতে**—অকালনিদ্রা ভঙ্গ করে কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধে পাঠানোর ফলে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। এর জন্য রাবণ নিজেকে দায়ী করে মর্মবেদনা অনুভব করেন। কুম্ভকর্ণ বিশাল দেহী, মহাবলশালী যোদ্ধা ছিলেন। রাবণ তাঁর নিদ্রার জন্য দুই যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন বিস্তৃত এক ভবন নির্মাণ করে দেন। এর দ্বারাই কুম্ভকর্ণের দেহের আকার কিরূপ ছিল তা বোঝা যায়। সমুদ্রতীরে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মৃতদেহ যখন মাটিতে পড়েছিল, তখন মনে হচ্ছিল যে, কোন পাহাড়ের চূড়া অথবা কোন

Scanned with CamScanner

বিশাল গাছ যেন বজ্রের আঘাতে ভূপতিত হয়ে আছে। **নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি**— নিয়তির রোষের মুখে রাবণ ক্রমশ সর্বনাশের দিকে এগিয়ে চলেছেন। এর থেকে তিনি পরিত্রাণ পাবেন না। রাবণের এটাই ধারণা, তার কপালদোষে একে একে লঙ্কার বীরশ্রেষ্ঠগণ যুদ্ধে নিহত হচ্ছে। তাই স্বর্ণলঙ্কার শেষ আশা ও ভরসা আত্মজ ইন্দ্রজিৎকে রাবণ আর যুদ্ধে পাঠাতে চাইছেন না। এক অজানা আশঙ্কায় তাঁকে বিচলিত ও দ্বিধান্বিত করে তুলেছে। তবু ইন্দ্রজিতের একান্ত আগ্রহের কারণে রাবণ তাঁকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। সেই সঙ্গে তিনি তাঁর নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্নও হয়ে পড়লেন। সেজন্য তিনি ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে যাওয়ার আগে তাঁর ইষ্টদেবতা অগ্নির পূজা করতে বললেন। কারণ ব্রহ্মা তাঁকে বর দিয়েছিলেন যে, অগ্নিপূজা সমাপন করে যুদ্ধে গেলে তাঁকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। রাবণ অনুভব করেন যে, এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে ভাগ্যলাভের জন্য দৈবকৃপা একান্ত আবশ্যক। **নিকুম্ভিলা যজ্ঞ**—লঙ্কাপুরীতে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ করার জন্য একটি পর্বতগুহা ছিল। তার নাম নিকুম্ভিলা। এখানে যুদ্ধগমনের পূর্বে ইন্দ্রজিৎ তাঁর উপাস্য অগ্নির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করতেন। এই যজ্ঞসমাপন করে যুদ্ধে গেলে ইন্দ্রজিৎ অজেয় হতেন। অগ্নিপূজা শেষে যুদ্ধযাত্রাকালে ইন্দ্রজিতের জন্য অগ্নি থেকে অশ্বসমেত একটি রথ উঠে আসত এবং যতক্ষণ তিনি সেই রথে থাকতেন, ততক্ষণ ইন্দ্রজিৎ অমর ছিলেন। অগ্নিপূজার জপ ও হোম অসমাপ্ত রেখে যুদ্ধ করলেই তিনি বধ্য হবেন। ব্রহ্মার বরে ইন্দ্রজিৎ এই দিব্যশক্তি লাভ করেন। এজন্য বিভীষণের পরামর্শ ও সাহায্যে লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে পূজারত ইন্দ্রজিৎকে বধ করেন। **বরিনু তোমারে**—রাবণ ইন্দ্রজিৎকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করলেন। **দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে**—রাবণ মেঘনাদের উপর সৈনাপত্যের দায়িত্বভার অর্পণ করলেন। কিন্তু সেদিন সে সময়ে সূর্যদেব অস্তাচলগামী, সন্ধ্যা আগতপ্রায়, তাই রাত্রে বিশ্রাম নিয়ে প্রভাতে ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধক্ষেত্রে রামের সম্মুখীন হতে নির্দেশ দিলেন।

প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।"
এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে,
অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি
আনন্দে,—"নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি।
রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয়-অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী!
উঠ রানী, দেখ ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড টংকারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল! দেখ, তূণ, যাহে
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম!
গুনি-গণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র-কেশরী,

Scanned with CamScanner

কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে!
ধন্য রানী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃ-পতি
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি!
আকাশ-দুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্য-চর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।"
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস;—
পূরিল কনক লঙ্কা জয় জয় রবে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ কাব্যে অভিষেকো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

যথাবিধি লয়ে—শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুযায়ী। **গঙ্গোদক**—গঙ্গাজল। **অভিষেক**—বরণ, রাজপদাদিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য স্নানাদি অনুষ্ঠান। **বন্দিল**—বন্দনা করল। **বন্দী**—বন্দনাকারী, স্তুতিপাঠক। বন্দী বীররসাত্মক, দেশপ্রেমোদ্দীপক, স্তুতিমূলক গান করল। **হে রাক্ষস-পুরি**—সম্বোধনে ই-কারান্ত। কবি রাক্ষসপুরি লঙ্কাকে মূর্তিমতী নারীরূপে কল্পনা করেছেন। নানা ক্ষয়ক্ষতি, শোকাঘাতে, বিপর্যয়ে লঙ্কাপুরী আজ শোকাকুলা। দেশজননী লঙ্কাপুরী যথার্থই বিষাদখিন্না। তিনি শোকে আলুলায়িতা কুন্তলা। তাঁর মস্তকের স্বর্ণমুকুট ও অলঙ্কার মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। **পরিহরি**—ত্যাগ করে। **রক্ষঃ-কুল-রবি**—রাক্ষসকুলের সূর্য, ইন্দ্রজিৎ। **রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয় অচলে**—সূর্য পূর্বাচলে উদিত হয়ে জগতের অন্ধকার দূর করেন। তেমনি রক্ষকুলের সূর্য ইন্দ্রজিৎ উদিত হয়েছেন আমাদের মধ্যে। অতএব, তাঁর অমিত শৌর্য ও পরাক্রমে স্বর্ণলঙ্কার বিপর্যয়জনিত হতাশার অন্ধকার অবশ্যই কেটে যাবে। **কোদণ্ড**—ধনু। **পাণ্ডুবর্ণ**—রক্তশূন্য, ভীত সন্ত্রস্ত। **আখণ্ডল**—ইন্দ্র। বজ্রদ্বারা পর্বত খণ্ড-বিখণ্ড করেন বলে ইন্দ্রের এক নাম আখণ্ডল। **পশুপতি-ত্রাস**—মহাদেব যে অস্ত্র দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। **পশুপতি সম**—মহাদেবের অমোঘ অস্ত্র ত্রিশূলের মত ইন্দ্রজিতের ত্রিশূল অস্ত্রও অতি ভয়ঙ্কর, বিধ্বংসী। **নৈকষেয়**—নিকষার পুত্র রাবণ। **বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি**—বিভীষণ ন্যায়বাদী ও ধার্মিক বলে আখ্যাত হলেও তাঁর স্বদেশ ও স্বজনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মনুষ্যসমাজে চিরকাল নিন্দিত হয়ে আছেন। 'ঘরভেদী বিভীষণ' কথাটি তারই প্রমাণ। বিভীষণের চরিত্রের এই গ্লানিকর দিকটির জন্য মধুসূদন বিভীষণকে নিন্দা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতেও বিভীষণ—"Scoundrel Vibhisana.।" রক্ষকুলের কলঙ্ক বলে তাঁকে আখ্যাত করার মধ্যেও একই মনোভাবের প্রকাশ।

Scanned with CamScanner